পরবর্তীকালে 1984 খ্রী: কোহলবার্গ নৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যেমন –

1. A-Type : এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক আচরণ করে না, এদের নীতিবোধ নিয়ন্ত্রিত হয় ইচ্ছা ও নিয়মনীতি দ্বারা। এবং নীতিবোধ আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

2. B-Type : এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক আচরণ করে। এদের জীবনদর্শন এবং মূল্যবোধ অত্যন্ত উচ্চমানের। এদের নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কোহলবার্গ এর তত্ত্বের মূল্যায়ন

অবদান :-

1. ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ যে আরোপিত নয় এবং মানুষের নীতিবোধ যে যুক্তি ও বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল, সেকথা প্রথম এই তত্ত্বে বলা হয়েছে।
2. কোহলবার্গই সর্বপ্রথম নৈতিক বিকাশের ন্যায়বিজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
3. কোহলবার্গই প্রথম বলেছেন যে, মানুষের নৈতিক বিকাশ সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রতীক ফল নয়। সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির যে ক্রমবিকাশ ঘটে, তা মোটেই ঠিক নয় কারণ ক্রমবিকাশ দ্বন্দ্ব, এই ক্রমবিকাশ দ্বন্দ্বের সমাধান করতে গিয়েই ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ ঘটে।
4. ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ ক্রমবিকাশ ও মৌলিক মতামতের উপর নির্ভরশীল, এটি আরোপিত বিকাশের উপর নয়। এখানেই কোহলবার্গের অভিনবত্ব।
5. কোহলবার্গের এই তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বর্তমানে নৈতিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে মৌলিক বিকাশের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ত্রুটি :- 1. এই তত্ত্ব যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন শিশুর ক্ষেত্রেই সার্বিকভাবে প্রযোজ্য কিনা তা কখনো প্রমাণিত হয়নি।

2. কোহলবার্গের এই তত্ত্ব কেবল শিশুদের উপরই পরীক্ষানিরীক্ষা করা, তিনি মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করেননি। কিন্তু দেখা গেছে, ছেলে ও মেয়েদের নীতিবোধের মধ্যে পার্থক্য আছে।

3. কোহলবার্গ নৈতিক বিকাশে মোরাল শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করেননি।

কোহলবার্গের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য / নৈতিকতার বিকাশে পিয়াজে ও কোহলবার্গের তত্ত্ব :-

শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর নৈতিক বিকাশে সহায়তা করা